নিশান নাও

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

দেশের ও মনুষ্যত্বের পূজারী

শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রকুমার দত্ত,

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু—

ভূমিকা

কবিতাগুলি ইংরেজী ১৯২২—১৯৪৮এর মধ্যে লেখা ! বেশীর ভাগ ১৯২২—১৯২৮এর মধ্যে ছাত্রাবস্থায় রচিত। যে-যুগ হৃদয়ে উন্মাদনা জাগিয়েছিল, সে যুগ পিছনে পড়ে' রয়েছে। তবু সে দিনের কথা ভুলতে পারব না। তার অনেক স্মৃতি হৃদয়ের পটে আজও উজ্জ্বল। যদি কারও ভালো লাগে এই আশায় আমার বাসিফুলের তোড়া সহৃদয় পাঠকের হাতে তুলে দিলাম।

সূচী

নিশান নাও !

গৃহে গৃহে আজ দীপমালা জ্বালো,
নিশান উড়াও,
হাঁক দিয়ে বলো,
" মুক্তি চাই ! মুক্তি চাই !
মুক্তি ভিন্ন লক্ষ্য নাই।"
—জয় গাহ আজি দেশমাতার !
জয় গাহ আজি স্বাধীনতার !

জ্বালাও মুক্তি-কামনার আলো
হৃদয়ে জ্বালাও,—
শির তুলে চলো,—
কাম্য মোদের স্বাধীনতাই !
জোর ক'রে বলো,—
"আপোষ নাই ! আপোষ নাই !
কাম্য মোদের স্বাধীনতাই।"

মৃত্যু পণ ! জীবন পণ !
হয় বিজয় ! নয় মরণ !
দিগ্‌দিগন্তে ঝড় তুফানের
অন্ধ আঁধার ঘনায় ঐ—
বল্ মাভৈঃ ! বল্ মাভৈঃ !
—হে সৈনিক, নিশান কই ?
হে সৈনিক, বিষাণ কই ?

নিশান নাও

বাজাও বিষাণ, কাড়ানাকাড় !
স্বাধীন নিশান তোলো আবার।
শঙ্খ গরজি উঠুক সঘনে,
কোটি কণ্ঠের উঠুক গান !
হে সৈনিক, তোলো নিশান !

মুক্তি তোমার লক্ষ্য হোক্ !
ভীরুতা, ক্লৈব্য—জঞ্জাল সম
চরণে দলিত মথিত র'ক !
বাজাও বিষাণ, ভেরীতূরী
ঘুচে যাক্ যত জারিজুরি !

গৈরিকে আঁকো পতাকাশীর্ষ
ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নাও
সরল প্রাণের অমল আলোক
শুভ্র রেখায় আঁকিয়া দাও
হে সৈনিক, নিশান নাও !
সবুজ প্রাণের আগুন শিখায়
মাতৃপূজার দীপ জ্বালাও।
বুকের রক্তে তারে রাঙাও !
হে সৈনিক, নিশান নাও।

দীপমালা জ্বালো, জ্বালো প্রাণে
আকাশ কাঁপুক গানে গানে।
দিক্‌দিগন্ত মন্দ্রিত করি
উৎসব-রোল উঠুক আজ !

নিশান নাও

পাঞ্চজন্য বেজেছে আজিকে
অন্তরে জাগে রাজাধিরাজ।
—স্বাধীন ভারত! স্বাধীন দেশ!
ভীরুতা দৈন্য ঘুচে যাক্ সব
মুছে যাক্ যত হতাশা-লেশ।

অগ্রসর! অগ্রসর!
আসুক তুফান, আসুক ঝড়!
অগ্রসর! অগ্রসর!
জীবন পণ, মরণ পণ!
হয় বিজয়, নয় মরণ!

এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও!
—দেশে দেশে ঐ বীরদল চলে,
তোমারও নিশান তুলিয়া নাও!
হে সৈনিক, এগিয়ে যাও!

আবির্ভাব

তুমি নাকি বারবার অধর্মের নিধনের তরে
নামিয়াছ ধরাতলে সুদর্শনধারী নারায়ণ ;
আরবার আসিবেনা ? ধরিবেনা সুকঠিন করে
পাপের ধ্বংসের লাগি তীক্ষ্ণধার চক্র সুদর্শন ?

আজো দেখ অত্যাচার জর্জরিত মানবের প্রাণ
কাঁদিছে মুক্তির লাগি ; কোথা তুমি হে যুগসারথি ?
নাশো ক্লৈব্য, আনো তব ভয়চ্ছেদী কঠোর আহ্বান,
কোটি কোটি বীরসেনা একসঙ্গে করুক প্রণতি।

দেখ আজি আকাশের ঘনঘোর কৃষ্ণছায়াতলে
সর্পিল ধূম্রের রেখা ; দিকে দিকে কাতর ক্রন্দন !
মুহুর্মুহু দামিনীর রোষক্রূর তীব্র জ্বালা জ্বলে,
কে আঁজি দেখাবে পথ ছিন্ন করি এ মিথ্যা বন্ধন ?

রণক্ষেত্রে গাহ আজি বজ্রকণ্ঠে তব রুদ্রগান,
অবসাদ ভাঙি' দাও মোহঘাতী তব মন্ত্রবলে ;
কে আপন ? কে বা পর ? বিশ্বগ্রাসী সে রূপ মহান্
দেখাও, জাগাও আজি মূঢ়প্রাণ সেনা দলে দলে।

ঝঞ্ঝার পুঞ্জিত মেঘ স্তব্ধ হ'য়ে আছে কোণে কোণে
তুমি আজি পাঞ্চজন্যে তোলো সেই ভীষণ নির্ঘোষ,

যে ধ্বনি আনিবে বহ্নি প্রভঞ্জন অশনি-স্বননে,
যে ধ্বনি ধ্বংসের নৃত্যে জ্বালি' দিবে মহা অসন্তোষ।

একটি কটাক্ষে তব রক্তে রক্তে জ্বলিবে অনল
উগারিবে অগ্নিবিষ সিন্ধুশৈলধরিত্রীর বুকে
একটি আহ্বানে তব ছুটিয়া আসিবে সেনাদল
উন্মুখ পতঙ্গসম ভয়ঙ্কর মৃত্যুর সম্মুখে।

তাই আজি নিপীড়িত মানবাত্মা ডাকিছে তোমায়
হে সারথি, আনো রথ, আনো শঙ্খ, আনো সুদর্শন
আনো দীপ্ত প্রাণবহ্নি মুমূর্ষুর নিরুদ্ধ গুহায়
প্রলয়-বিক্ষোভে আজি সার্থকতা লভুক ক্রন্দন।

———

তরুণ পথিক

কে এসেছ তরুণ পথিক, দুঃখসাগরকূলে?
ঘনায় আঁধি, আকাশ আসে ঘিরে।
থমথমিয়ে এলো হাওয়া, উঠবে ধরা দুলে
রইবেনা পথ কোথাও তীরে নীরে।

হতাশ্বাসে মন ভরেছে, তাই নেমেছ পথে?
সামনে হের গভীরঘন নিশা,
নাগের সম ঢেউয়ের রাশি ফুঁসছে শতে শতে
অন্ধকারে পথের নাহি দিশা।

নিশান নাও

আঁধার ভেদি তড়িৎশিখা জ্বলছে থেকে থেকে
বজ্ররবে কাঁপে আকাশতল,
মত্তবায়ু ভীষণ রবে বইছে হেঁকে হেঁকে
ঢেউয়ের মাথায় তরণী টলমল।

এই তুফানে পাড়ি দেবে? ভয় কি নাহি মনে?
সিন্ধুপাখীর শুনছ হাহাকার?
দুঃসাহসী তরীর নাবিক সেও যে প্রমাদ গণে
তোমরা তবু সাগর হবে পার?

বুকভাঙা ঢেউ মন ভুলালো? তাইতে পেতে বুক
শুনতে চাহ গভীর কোন গান?
জীবন কোথা ঘুমিয়ে আছে, দেখবে তারি মুখ,
ঝড়ের রবে তাই পেতেছ কান?

যেথায় ঝরে লক্ষ্যহারা কক্ষহারা তারা
শ্রান্ত পাখী যেথায় পড়ে লুটি
তারই পানে পরাণ টানে? তাই কি গৃহহারা
দুর্যোগে আজ হেথায় এলে ছুটি?

এসো তবে, ব্যথার সায়র উঠুক উজল হ'য়ে
ত্যাগের কমল উঠুক বিকশিয়া
আঁধার রাতে এসো নূতন আশার আলো ল'য়ে
মৃত্যুজয়ী প্রাণামৃত নিয়া।

—ঃ ঃ—

জাগরণী

প্রলয়রাত্রি এসেছে আজ!
জীবন মরণ দলিয়া চরণে অন্তরে জাগে রাজাধিরাজ!
কোথা সৈনিক, পর রণসাজ, শরাসন তব তুলিয়া নাও,
সূচীভূমি যারা দিবে না ছাড়িয়া, দম্ভ তাদের মুছিয়া দাও!
মহাভারতের মন্ত্রদীক্ষা লহ লহ আজি তরুণ বীর
বিজয়কেতন উড়ায়ে গগনে দাঁড়াও উচ্চে তুলিয়া শির।
গর্বদৃপ্ত কণ্ঠে তোমার ধ্বনিয়া উঠুক জয়ের গান
সংগ্রাম তব বরণীয় আজ, ঘৃণ্য দাস্য, অসম্মান।
দাঁড়াও উচ্চে তুলিয়া শির!
হৃদয়-শোণিতে ঘুচাবে কালিমা, লাঞ্ছনা শত শতাব্দীর।

মহিমান্বিতা ভারত-ভূমি!
তুষার-কিরীট ঝলিতেছে শিরে, সিন্ধু উছলে চরণ চুমি'।
কত সংগ্রাম, কত অভিযান দিকে দিকে তার গিয়াছে কত,
বিজয়গর্বী তুলেছে নিশান, প্রাণ দিয়ে গেছে লক্ষশত।
কত কনিষ্ক, কত চেঙ্গিস্, রণভূমে লিখি' রক্ত-লেখা
সারা পৃথিবীর লুব্ধ আঁখির রেখে গেছে আঁকি চিহ্নরেখা।
আজিও এদেশ সেই লোভনীয়া, সারা পৃথিবীর পণ্যশালা!
ভুলেছে রাখিতে আপনার মান, শিখেছে গাঁথিতে প্রণয়-মালা।
হায়রে তরুণ! নয়ন-জল
এমনি করিয়া মুছিবে নীরবে— জ্বলেনা কি বুকে বজ্রানল?

নিশান নাও

হানিছে অশনি ভীষণ মেঘে !
নিবিড়-তিমির-মগনা মেদিনী, ঝঞ্ঝা-তুরগ ছুটেছে বেগে।
এলোকেশী ঐ এলোকেশ মেলি দ্যুলোক ভূলোক আঁধারে ঢাকি,
আসিছেন হের—করে বরাভয়, শবের বক্ষে চরণ রাখি'।
মৃত্যু-মশানে প্রাণসাধনায় প্রাণের পূজারী এসো হে বীর
শৌর্যে-বীর্যে মুছে দাও গ্লানি, কালি কলঙ্ক শতাব্দীর।
চক্ষে হানিয়া দামিনী-দীপ্তি, বক্ষে বাঁধিয়া বজ্রানল
চরণে বাঁধিয়া ঝঞ্ঝার বেগ কম্পিত কর ধরণীতল।
রক্ত-সায়রে ফুটিছে ফুল !
যুগের নিদ্রা ভাঙিয়া জাগুক্ হিমালয় হ'তে জলধি-কূল।

জয়যাত্রা

মোহরাত্রি অবসান, খররৌদ্রে বিভাসিত ধরা ;
জাগো বীর যাত্রীদল, দিকে দিকে শোন জয়ধ্বনি
গাহ নব মন্ত্রগীতি ভয়াপহা দুঃখতাপহরা
হের বীর সেনাদলে দিকে দিকে পূরিল অবনী।

কোথায় ভারত-সেনা ? তরঙ্গের শিখরে শিখরে
বিপুল উল্লাসনৃত্যে সিন্ধুতরী ছুটিত যাহার—
স্থলেজলে বীরদল গৌরব ঘোষিত গর্বভরে
শতলক্ষ সৌধচূড়া গাহে গাথা যার মহিমার !

এ প্রাচীদিগন্তে হেরি জ্যোতির্ময়ী নবসভ্যতার
সমাসন্ন আবির্ভাব, চক্ষে তার দীপ্ত হুতাশন।
শত তপনের রশ্মি ঝলিতেছে মুকুটে তাহার
করে তার রক্তপদ্ম, অস্ত্ররাজি বিঘ্ন-বিনাশন।
যুগান্তের সুপ্তি ভাঙি' সুদীর্ঘ এ জয়যাত্রাপথে
এসো আজি মহোৎসবে, লহ দীক্ষা নবমুক্তিব্রতে

—*—

আলোক-প্লাবন

দীপ্ত রবিকরে
মুক্ত জীবনের গান উঠিতেছে সারা বিশ্ব ভরে'।
জেগেছে তরুণ,
দেখেছে জ্যোতির বন্যা, শিরোপরে প্রদীপ্ত অরুণ,
দিক্ হ'তে দিগন্তরে খুলে গেছে নিখিল ভুবন,
প্রাণের তরঙ্গমালা উথলিছে মোহিয়া নয়ন,
উন্মোচিত তিমিরের অন্ধ আবরণ!

তরুণের প্রাণে প্রাণে গর্জে এ কি উন্মত্ত কল্লোল!
সারাদিন, সারারাত্রি অনন্ত তরঙ্গ দেয় দোল!
—খোল্, ওরে খোল্—
সিন্ধুতীর—এ ছোট কুটীর—ভোল্, সব ভোল্—
খুলে দে তরণী আজ নৃত্যমত্ত তরঙ্গের 'পরে
ঝলিবে ভাস্বর সূর্য অনন্ত অম্বরে,

নিশান নাও

তারি রশ্মি বক্ষে ধরি' বিদ্যুৎকটাক্ষ চোখে হানি'
উর্মিমালা দিবে হাতছানি।
—দূর হ'তে দূর,
পারায়ে সূর্য্যাস্তদেশ,
জগতের পরপার হ'তে
ভেসে আসা পথহারা সুর
দোলাইবে সারা প্রাণ,
তারি গান
বাজিবে শোণিতে তব
দেহে মনে দেখিবে স্বপন ;
উন্মুক্ত আলোকে শুধু মুক্তিস্বপ্ন করিবে বপন।

পিছু হ'তে কে ডাকিছে ?—বায়ুস্রোতে হারায় সে স্বর :
ভুলে যাও, ভুলে যাও, হের সিন্ধু, সুনীল অম্বর।
প্রাণের তরঙ্গমালা সারাবক্ষে নাচুক উল্লাসে ;
জীবন সমুদ্র 'পরে নির্ভীক, নিষ্কম্প বিনাত্রাসে
চলো সম্মুখের পানে
মুক্তির ধেয়ানে।
শুনিছনা—কিসের উল্লাস ?
আজো ভয় ? আজো ত্রাস ?
দেখিছনা বন্দী সব উন্মত্ত চঞ্চল !
ভেঙে পড়ে কারাগার,
কী ভীষণ মহা-কোলাহল !
চূর্ণিত শৃঙ্খল !

নিশান নাও

ভাঙনের মহোৎসব! শোনো ঐ ভাঙিছে প্রাচীর?
ওঠো, ওঠো বীর,
পশ্চাতে আসিছে সবে,
আসে—আসে নিখিল জগৎ।
অরুণের রথ
নেমে এল ধরণীর দ্বারে।
শুধু দীপ্তি—শুধু দীপ্তি—পার হ'তে নীল পারাবারে।
রাজপথে পরস্পরে চিনিয়াছে আজ।
মিথ্যাদম্ভ গেছে দূরে, জাগিয়াছে অন্তরের রাজ-অধিরাজ।
অনন্তের যাত্রী সবে, পান্থ সবে,—সবাই সমান.
চৌদিকে জাগিছে ধীরে নবসৃষ্টি-গুঞ্জরণগান।

স্বপ্ন? হয়, হোক।
দেখিয়াছি অন্তরের অনির্বাণ উজ্জ্বল আলোক।
—নবযুগ আসে অই আসে ধরণীতে,
কত কণ্ঠ মিলে যায় আবাহন গীতে,
—শুনিয়াছি, শুনিয়াছি সব,
জাগিয়াছে বিশ্বময় নবজীবনের কলরব।
—যত বন্ধ ভেঙেচুরে' ধূলায় মিলায়,
নবারুণ রবি-রশ্মি তারি পরে শান্ত হেসে চায়।

বিশ্ব-মেলায়

গেয়েছেন যাঁরা মানবের স্বাধীনতা,
প্রাণ দিয়ে যাঁরা বুঝেছেন প্রাণে দীনের মর্মব্যথা,
আজিকে জগৎময়
লক্ষ কণ্ঠে লক্ষ পরাণে গাহিছে তাঁদেরি জয়।
মরমী যাঁহারা, দুঃখীর তরে কেঁদেছে যাঁদের প্রাণ
মরণে বরিয়া গেয়েছেন যাঁরা সাম্যের জয়-গান,
অত্যাচারীর রক্তনয়ন হেলায় তুচ্ছ করি'
সাম্যসামের বিজয়-পতাকা উচ্চে তুলেছে ধরি',
অন্ধকারার শৃঙ্খলজাল, মরণ, নির্বাসন,
শতকৌশলে ভাঙিতে পারেনি যাঁদের অটল পণ,
বিরাট্ বক্ষে বহিছে যাঁদের তপ্ত রক্ত-ধারা
জ্বলিছে অমল পুণ্যের শিখা অগ্নিশিখার পারা—
আজিকে বিশ্ব-প্রাণ
লক্ষ কণ্ঠে উঠিছে গাহিয়া তাঁদেরি বিজয়-গান।

করুণ কাতর ব্যথা-জর্জর, দুঃখীর ক্রন্দন
বেদনার ভারে পীড়িত করেছে যাঁদের তরুণ মন
স্বেচ্ছাচারীর অসহ কঠোর অন্ধ অত্যাচার
অর্থ-লোলুপ মদমত্তের কঠিন পীড়ন-ভার

নিশান নাও

বিদ্রোহানল জ্বালায়েছে প্রাণে, রক্তে দিয়েছে দোল
তরুণ প্রাণের শোণিত-সাগরে অগ্নির কল্লোল্।
ধনৈশ্বর্য তুচ্ছ করিয়া, পরিয়া দীনের বেশ,
মুখে নির্মল হাস্যের রেখা, নাহি দুঃখের লেশ,
প্রাসাদ তেয়াগি' বাহিরিয়া এলো মরমী যুবকদল
দাঁড়ালো আসিয়া গরীবের পাশে, মুগ্ধ ধরণী-তল।

অন্ধকারের কোণায় কোণায় ধনকুবেরের দল
ভগ্নগৃহের প্রাঙ্গণ তলে খুঁজিতেছে ভূমিতল,
গরীব প্রজার অস্থি-গঠিত উচ্চ সৌধগুলি
আরাম-শয়ন, বিলাস-ভবন ধূলায় হয়েছে ধূলি।
পেয়ালা, বোতল, সুরার পাত্র হ'য়ে গেছে চূরমার
ধূলায় লুটায় প্রমোদ-রাতির বিলাসের ভাণ্ডার।
গরীব আজিকে সহিবেনা আর অবহেলা, অপমান।
বিশ্ব জুড়িয়া উঠিয়াছে আজি সাম্যের জয়গান।

করিছে গরীব জগৎ-সভায় ধনীর সমান দাবী
চলিবেনা বসে' তখ্‌ত-তাউসে নিষ্ঠুর নওয়াবী।
ইন্দ্রিয়-পর আলসের দাস অবনত করি' শির,
নিষ্ফল রোষে ধ্বংসের 'পরে মুছিছে নয়ন-নীর।
জগৎ-সভায় জিতেছে তাহারা—যাদের তরুণ প্রাণ
লক্ষ পরাণ বিশ্ব জুড়িয়া গাহিছে সাম্যগান।

খনির তিমিরে ভূতল-কারায় অশেষ যাতনা সহি'
অত্যাচারীর অন্ধ শাসনে দুঃখ-দহনে দহি'—

নিশান নাও

আঁধার নিশার অবসান মাগি' সয়েছে তাহারা সবি,
সত্যাগ্রহ-যজ্ঞ-শিখায় ঢেলেছে প্রাণের হবিঃ।
সত্যের পথে স্বর্ণের রথে দেবতা এসেছে নামি',
সাম্যের জয়! নাহি আর ভয়! গাহরে মুক্তিকামী।

উদিত আজিকে নবীন প্রভাত উদয়-শিখর 'পরে
তপ্ত-তপন-মুকুট-কিরণে স্বর্ণ-চূর্ণ ঝরে,
বনের পাখীরা মিলিত কণ্ঠে গাহিছে প্রভাতী গান
জেগেছে আজিকে নবীন জীবন, জেগেছে নূতন প্রাণ।

পাহাড়িয়া বনে পাহাড়ীর দল উৎসবে উঠে মাতি'
ক্ষুব্ধ পবন নিবাইয়া দেয় বিলাস-রাতির বাতি,
মাঠে মাঠে আজ ছুটোছুটি করে কৃষাণ ছেলের দল,
কুলি মজুরেরা হাসিমাখা মুখে আনন্দ-চঞ্চল,
বস্‌তি বাহিরে ছুটিয়া এসেছে দেখিতে নবীন রবি
সোনার আলোয় ঝল্‌মল্‌ করে নবীন যুগের ছবি।

ওঠ্‌ ওঠ্‌, ওরে দেখ্‌, দেখ্‌, এলো নবীন যুগান্তর—
এলো আজ একি নতুন কিরণ তোরি কুটীরের 'পর
দেখ্‌ দেখ্‌ তোর বনের শিয়রে পড়েছে সোনার আলো
সোনার ক্ষেতের হল্‌দে আলোটি লাগিছে বড়ই ভালো।
চৈত্র-ফসল দুলিছে হাওয়ায়, বুলিছে রবির কর,
সবুজ পাখীটি শিষ দিয়ে যায় শস্যশীষের 'পর।
সবখানে আজ নবীন বারতা এসেছে সোনার ভোরে
নবযুগ, ওরে নবযুগ এলো সারা দুনিয়ার দোরে।

নিশান নাও

দোকানী, পসারী, শ্রমিক, কৃষাণ, কুলি-মজুরের দল
মুক্তিমন্ত্রে মাতিয়াছে আজি, বুঝেছে আপন বল
অন্ধ জুলুম, জাতির বিচার--বন্যায় যায় ভেসে
মহামিলনের অরুণরশ্মি ঝলিছে উদয়-দেশে।
আজি বন্যায় সব ভেসে যায় পুঞ্জিত জঞ্জাল
চূর্ণিত হ'ল মিথ্যা শিকল--প্রাণহীন কঙ্কাল।
আজো কে রয়েছ ধ্বংসের 'পরে মত্ত গর্বমদে?
মানুষের দলে বাহিরিয়া এসো বাধাহীন রাজপথে।

কান দিয়া শোনো ধনিকের দল, শোনো শোনো কান পাতি'
তোমার গৃহের আঁধার দুয়ারে হাওয়া করে মাতামাতি।
শোনো কারা ঐ করে কানাকানি নিথর রাতির পথে
ঘুরিছে কাদের ক্ষুব্ধ আত্মা দলেদলে শতেশতে,
ক্রন্দন-রোল অস্ফুট-স্বরে মাঝেমাঝে ওঠে জাগি',
সঁপেছিল ওরা আপন পরাণ দীনের মুক্তি লাগি'।
ফিরিছে ওদের কাতর আত্মা প্রতিটী দীনের বুকে
ক্ষুব্ধ বেদনা ঘুরিছে তাদের প্রতিদিনকার দুখে।
আজিকে তাদের তিক্ত তীব্র অভিশাপ-হলাহল
আনিয়াছে প্রাণে জ্বালা তোমাদের, ওগো দম্ভীর দল।

কারখানা-ঘর আগুন-শিখায় পুড়ে' জ্বলে' হ'লো ছাই,
ধনী ও গরীবে জগৎ জুড়িয়া কোথাও প্রভেদ নাই।
ধ্বংস-স্তূপ ফেলে এসো ধনী ফিরিয়া বাঁধিব ঘর,
আজিকে আমরা সবাই সমান, এসেছে যুগান্তর।

নিশান নাও

ধনাগারে বসি' গিয়েছিলে ভুলে' আমরা তোমার ভাই,
এতদিন পরে মিলেছি আবার একসাথে একঠাঁই।

এসো গো শিল্পী, এসো গো কৃষাণ, এসো গো শ্রমিকগণ
বিশ্বমায়ের ভাণ্ডার ভরি' লুকানো রয়েছে ধন।
এসো সদাগর, সাত সাগরের পার হ'তে আনো সোনা
আনো তাঁতী তব সুচারু বসন আপন-হাতের-বোনা।
ডুবুরী উঠাও রত্ন-মাণিক, ঘরামী উঠাও ঘর,
শ্রমের বিজয় ঘোষিত হউক নিখিল বিশ্ব 'পর।

এসো কাঠুরিয়া, কামার, কুমার, কৃষাণ, গোয়ালা, জেলে,
জগৎসভার শ্রমের মেলায় এসো বাংলার ছেলে।
বাংলা দেশের এসো বহুরূপী, বাংলার বাজীকর,
বিশ্বমেলায় দেখ এসে আজ এসেছে যুগান্তর।
নূতন যুগের রবি
উদিয়াছে আজি সোনার গগনে, ফুটেছে মোহন ছবি।
শোনো গো পাতিয়া কান,
বিশ্ব-মেলায় উঠিয়াছে আজি মুক্তি-মন্ত্র-গান।

--:*:--

মুগ্ধ

জ্যোছনা-মাখানো রাত্রি,
স্বপ্নবিভল, মুগ্ধচপল চলেছে সুদূর-যাত্রী।

পাহাড়ের বুকে সুদূরের পথ, কালো পাথরের 'পরে
চরণ ফেলিয়া চলেছে পথিক সুদূর দূরান্তরে—
সঙ্গিবিহীন নির্জন পথ, গহন গুহার মুখ
ঝর্ণার জল ধোয়ায় নিয়ত কালো পাহাড়ের বুক,
চলেছে পথিক একা,
বুক-ভরা তার আনন্দ-গান, আননে হাস্যলেখা।

জ্যোছনা-রাত্রি ভুলায়েছে তারে বিছায়ে মোহিনী মায়া,
আপনার বুকে দেখেছে পথিক এই ভুবনের ছায়া,
কোন্ মায়াবিনী দূর হ'তে দূর ইসারায় ডেকে যায়,
জীবনের পথে চকিত চমকে ভুলায় সে আপনায়!
ঘর-ছাড়া ক'রে মরণের পারে হাতছানি দেয় দূরে,
মুগ্ধ তরুণ চলেছে নিয়ত কোন্ দূর মায়া-পুরে।
চাহিয়া তাহারি মুখে
আপন রক্ত ঢেলেছে সেনানী সাহস বাঁধিয়া বুকে।
সঁপেছে শহীদ্ আপন পরাণ সত্যধর্ম লাগি'
দিয়েছে জীবন মুগ্ধ তরুণ দেশের মুক্তি মাগি',
অন্ধ কারার তলে
মুক্তি-স্বপন করিছে বপন, মুগ্ধ হাস্য ঝলে।

নিশান নাও

আরো দূর! আরো দূর!
পাগল করেছে তরুণ পরাণ তারি আহ্বান-সুর!
যৌবন-ভরা রক্তসাগর উছলিছে কূলে কূলে,
জ্যোছনারাত্রি সাজায়েছে তারে শুভ্র ফেনার ফুলে;
তারো পারে কোন্ নবীন প্রভাত উদিছে নবীন দেশে,
কোথায় হাসিছে নবীন সূর্য্য অস্তাচলের শেষে!
ওগো মায়াবিনী, আননে তোমার একি অদ্ভুত হাসি!
যৌবন-ঢেউ মন্ত্র-মায়ায় ভেঙে পড়ে রাশি-রাশি!
তুমি কহিতেছ মধুর হাসিয়া—"এই চাই! এই চাই!"
জীবন-মরণ যৌবন-লীলা—অফুরান, শেষ নাই!

হে মোর অপরিচিতা
আজি সন্ধ্যায় জীবনের কূলে জ্বলিছে যে ঐ চিতা,
নবপ্রভাতের আবাহন লাগি' জ্বলে ও কি হোমানল?
তারি লাগি' দেয় আপনা আহুতি মুগ্ধ যুবকদল?
অয়ি মায়াবিনি, চাহনি তোমার ভুলায়েছে শত প্রাণ,
বক্ষে বক্ষে উঠিছে ধ্বনিয়া লক্ষ লক্ষ গান!
চলেছে তরুণ—সুদূর-পথিক মুগ্ধ আপনা-ভোলা
হৃদিহিন্দোলে যৌবন তার দিয়েছে মোহন দোলা,
বিদায়-বাণীর পারে সে শুনেছে নব-আগমনী গান,
শুষ্ক বেলার 'পরে সে দেখেছে শত সাগরের বান,
দেখেছে সে দূর ভবিষ্যতের শুভ্র জ্যোতির রেখা
সন্ধ্যা-মেঘের পরপারে যেথা হাসিছে উদয়-লেখা।

সে চেনে তোমার সুর,
চাহিয়া তোমারি মুখপানে চলে অন্তবিহীন দূর,
মেঘনা, পদ্মা, সাগরের বুকে বক্ষ তাহার মাতে
ক্ষুব্ধ ফেনিল উচ্ছ্বাস-ভরা অধীর ঝড়ের রাতে।
তোমারি নয়নে চাহিয়া সে চলে গহন শৈল-পথে
বীরবেশে চলে সৈনিক যুবা মত্ত রক্ত-মদে,
তোমারি আননে চাহিয়া হেলায় ডালি দেয় নিজ প্রাণ
রক্তে রক্তে তুলিয়াছ একি নব যৌবন গান।

পাঞ্চজন্য

পাঞ্চজন্য শাঁখে
পরাণ মাতায়ে বক্ষ নাচায়ে আজিকে কে ঐ ডাকে?
অলস মায়ার বাঁধ
ভেঙে গেছে আজ, টুটে গেছে সব প্রেম-প্রণয়ের ফাঁদ।
দিকে দিকে আজি ধ্বনিয়া উঠিছে উন্মাদ-করা সুর!
বন্ধ-বাঁধন মিথ্যা শিকল হয়েছে দীর্ণ-চূর!
প্রলয়ের সুর ভৈরব-রবে উঠেছে বাজিয়া আজি
বজ্রের মত হৃদয় কাঁপায়ে কঠোরে উঠেছে বাজি'।
জেগেছে চেতনা কল্লোল-কলরবে
পড়ে' গেছে সাড়া, আহ্বান এসেছে বীরের মহোৎসবে।
নব উৎসাহ, নূতন পুলক
কাঁপায়ে তুলিছে ভূলোক-দ্যুলোক,
অম্বর-তলে আলো-তরঙ্গ নাচিছে দ্বিগুণ জোরে,
মহানন্দের প্রলয়-নৃত্যে গ্রহদল বেগে ঘোরে,

নিশান নাও

ঘূর্ণীর মত ঘূর্ণন-নাচে চন্দ্র-তারকাদল
ঘুরে' ঘুরে' বুঝি ছিঁড়ে' ছিঁড়ে' পড়ে মহাকাশ টলমল!
ভুবন ভরিয়া, আকাশ জুড়িয়া পাঞ্চজন্য বাজে
বজ্রে বজ্রে কম্পন লাগে মেঘের জটার মাঝে।
ঝঞ্ঝনা জাগে বুকে
কালবৈশাখী উন্মাদ বেশে দাঁড়ায়েছে যেন রুখে,
উড়িছে তাহার পিঙ্গল জটাজুট
ঝঞ্ঝা যেন সে দৈত্যের মত' বিশ্ব করিছে লুঠ।
ঝলিছে আকাশে আগুন-ঝলক-রাশি
করাল-কালিকা ভীমাভৈরবী উঠেছেন যেন হাসি'।

দেহ ভরি' ওঠে রণরণ কম্পন
সমরক্ষেত্রে ওঠে ঘনঘন ঝন্‌ঝন্
যুদ্ধবাদ্যে শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ঝলি' উঠে,
রক্তে-রক্তে চঞ্চল দোল ছোটে,
টন্‌টন্ করি' ওঠে অঙ্গুলি অসি-ঘূর্ণন-বেগে
মাথা জ্বলে' ওঠে উন্মাদনায়—বজ্র যেন সে মেঘে।
কুরুক্ষেত্র টলে,
অগ্নিতূণীর ঝলে
পৃথ্বী—যেন সে উঠিয়াছে আজ টলি,'—
মৃত্যুর মত ভীমগর্জনে যেতে চাই ধরা দলি'।
সাগরের বায়ু উথলিয়া ওঠে উচ্চে
ধূমকেতু জাগে দীপ্ত বিশাল পুচ্ছে,
ঝঙ্কারি' ওঠে সমর-বাদ্য, টঙ্কারি' ওঠে গাণ্ডীব
শঙ্খে বাজিছে সমরোল্লাস! গৃহে গৃহে নিবে ভোগ-দীপ!

নিশান নাও

ঝন্‌ঝনি লাগে অসিতে অসিতে, ঠন্‌ঠনি লাগে খড়্গে খড়্গে
মহাঝঞ্ঝার হুঙ্কার লাগে অশ্ব, হস্তী,—সৈন্যবর্গে।
রক্তে রক্তে রক্ত-গঙ্গা বহে!
অস্থি-পাঁজরে এ কোন্ অগ্নি দহে?
বাণে বাণে ওঠে অনল-ঝলক, প্রাণে প্রাণে নাচে সিন্ধু!
ছিঁড়ে গেছে বুঝি চন্দ্র-তারকা, ডুবে গেছে বুঝি ইন্দু!
দুলে' দুলে' ওঠে ধূম্র-পাহাড়, খুলে' খুলে পড়ে শৃঙ্গ,
ফুঁসিয়া উঠিছে আগ্নেয়াদ্রি, দহিছে বিলাসী ভৃঙ্গ!

—আঁধারে কাঁদিছে মাতা পিতা ভাই ভগ্নী,
দিকে দিকে দোলে রক্ত-জলধি, দিকে দিকে জ্বলে অগ্নি!
শুধুই অস্থি, শুধু কঙ্কাল, শুধু গর্জন-রোল!
বুকে-বুকে জাগে পঞ্জর-ভাঙা মহা-উন্মাদ দোল!
বেজেছে পাঞ্চজন্য!
প্রলয়-গর্জে বিপুল বীর্যে মাতিয়া উঠেছে সৈন্য!
এপার-ওপার ডুবে গেছে সব, নিবে গেছে সব দীপ্তি!
হুঙ্কার তুলি, ঝঙ্কারে দুলি, টঙ্কারে নাচে তৃপ্তি।
বন্ধ গিয়াছে টুটি'
শঙ্কা-হরণ ডঙ্কা বাজায়ে যোদ্ধা চলেছে ছুটি'।
উন্মাদ-রণ-সিন্ধুর বুকে কল্লোল কলরোল!
পাঞ্চজন্যে উঠেছে আজিকে প্রলয়ের হিল্লোল।

কুরুক্ষেত্র

বৈশাখী-ঝড় পিঙ্গল-চোখে উড়ায়ে মেঘের জটা
এসেছে করিয়া আকাশ জুড়িয়া উদ্দাম ঘনঘটা,
বিজলী-উজ্জল, তরবারি রাশি-রাশি
ঝঞ্ঝনা তুলি' নিমেষে নিমেষে উঠিছে অট্টহাসি'।
ভীম কলরোল উঠেছে রণাঙ্গনে
ফেটে যায় যেন গগন-অবনী হুঙ্কারে-গরজনে।
শ্মশানে ভীষণ ঈশান-বিষাণে উঠিয়াছে কলরোল
মড়ার মাথার খুলি' পরে তুলি' নৃত্যের কল্লোল।
রক্তে বহিছে রক্ত গঙ্গা, ছিন্ন অঙ্গ লুটে,
শক্ত বুকের রক্তকণায় অগ্নি তড়িৎ ছুটে।

ঝড়ের মতন আমরা ছুটিব, লুটিব রতন-রাজি
রুদ্রের গান উঠিবে মোদের লক্ষ কণ্ঠে বাঝি।
দূর হোক্ ভয়জাল !
ছিঁড়ে-ছুঁড়ে যাক্ ভীতি-শৃঙ্খল, —আসুক প্রলয়-কাল !
উৎসাহ-ভরা প্রলয়-জলধি গর্জি উঠুক মোদের তরুণ প্রাণে,
আকাশ-বাতাস ভরিয়া তুলিব বীরের রুদ্র গানে,
বানে-বানে কূল ডুবে যাবে, শুধু থই থই বারিধারা !
ভীরুতা-পুঞ্জ প্রলয়-পাথারে ডুবে যাবে, হবে হারা।
মূর্খতা-গ্লানি, অবসাদ-ভার, দাসত্ব-শৃঙ্খল
ভাঙিয়া-চুরিয়া ভ্রূকুটি হানিয়া—হেসে উঠি' খলখল
কালপুরুষের অবতার সম আমরা লক্ষ বীর
কৌরব-দল-গৌরব হরি' পাপের বক্ষে হানিব লক্ষ তীর।

নিশান নাও

প্রলয়-ঊর্মি করাল-মূর্তি আসে যবে গর্জনে
আমরা তাহারি বক্ষে তুলিয়া আসিব তাহারি সনে,
কাপুরুষতার জঞ্জাল দূরি' ভাঙিয়া তিমির-কারা
প্রাণের বিপুল ধারা
ফিরায়ে আনিব বিশ্বে আবার, আনিব মুক্ত হিয়া
নূতন করিয়া গড়িব সৃষ্টি নূতন জীবন দিয়া।
দূর করি' দিব অন্ধকারের রাশি
ধ্বংসের পরে নূতন সৃষ্টি গড়িয়া হাসিব নব সূর্যের হাসি

যতীন্দ্র-স্মৃতি

সেদিন বালেশ্বরে
জ্বলিল ভারত পরে
অগ্নিযুগের যজ্ঞ বহ্নি
তুলিয়া লক্ষশিখা
পরিয়া যজ্ঞটীকা
আসিল নবীন তরুণ পূজারী
ভালে চন্দন-লিখা।

অগ্নিপূজারী বীর
সংযত যতী নবীন তাপস
ডালি দিল নিজ শির।
ঘুচাতে মায়ের দুঃখ বেদনা
শৃঙ্খল জননীর;
মায়ের চরণে লুটিল তাঁহার
ভক্তি-প্রণত শির।

নিশান দাও

তাঁহার কীর্তি-গাথা
এই ভারতের পুণ্য ধূলিতে
স্মরণে রয়েছে গাঁথা।
জীবন-আহুতি দেখিয়া সেদিন
গর্বে হাসিল মাতা।
স্মৃতির কাহিনী বক্ষে ধরিয়া
নত করি আজ মাথা।

বন্দী

বিশ্ব-চিত্ত বন্দী আজি বন্দীর চরণে
অন্তরের ভাবোচ্ছ্বাসে, বিচিত্র বরণে
রচিছে বন্দন-অর্ঘ্য সে বন্দীর লাগি'
সংখ্যাহীন ভক্ত কবি।
ঐশ্বর্য তেয়াগি'
নিপীড়িত লক্ষ কোটি দরিদ্রের মাঝে
দাঁড়ালো যে মহাপ্রাণ, তারি লাগি বাজে
বক্ষে বক্ষে উৎসবের বাঁশী। তারি লাগি
আনিছে পূজার অর্ঘ্য সংসারী, বিরাগী।
সুপ্ত দেশ ওঠে জাগি' তাহারি আহ্বানে
আসে দুঃখ-মাঝে অকুণ্ঠ পরাণে—
রে ধরিয়া বুকে 'ভাই' বলি' ডাকে,
স্নেহ-স্নিগ্ধ ব্যথা-ভরা অশ্রুসিক্ত আঁখে।

নিশান নাও

শুনেছে ভারত আজি প্রভাতের গান
নর-মাঝে দেবতার পেয়েছে সন্ধান।
দেখেছে সে নৃপতির সন্ন্যাসীর বেশ,
অকুণ্ঠ উদার মূর্তি। দেখেছে এ দেশ
তপস্যার, সাধনার ভাস্বর মূরতি,
সর্বত্যাগী বিরাগীর অপূর্ব বিরতি।
অতীতের বক্ষ হ'তে উঠিছে ধ্বনিয়া
অতীত গৌরব-গান; ওঠে উদ্ভাসিয়া
মহিমার দীপ্ত জ্যোতি। কনক-মুকুটে
সুমোহন বর্ণবিভা উঠিতেছে ছুটে'
ভারত-মাতার।

মুগ্ধ ভারতের প্রাণ
গাহে আজি ভারতের জাগরণ-গান।
দেব-স্থান ভারতের নর-দেবতায়
বিশ্ব আজি নতশিরে প্রণতি জানায়।

শ্রদ্ধাহোম

(চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশে)

মাতৃপূজা অর্ঘ্য দিলে বিত্তরাশি যত,
পূজাশেষে সর্বরিক্ত ভক্তি-অবনত
পরিপূর্ণ প্রাণখানি মায়ের চরণে
অন্তিম আহুতি দিলে। কায়বাক্যে মনে
করিয়াছ আরাধনা দেশ-জননীর
তার স্নিগ্ধ ছায়া-তরু, তার নদীতীর
পাগল করেছে তোমা'। তার পল্লীগীতি
বৈষ্ণবের প্রেমগান, চাষার পীরিতি,
ভিখারীর খঞ্জনীর ধ্বনি, আম্রবন,
কোকিলের স্বরমুগ্ধ সুস্নিগ্ধ কানন,
বক্ষে তব তুলেছিল তান। তুমি তার
চরণে দিয়েছ নিত্য ভক্তি-উপহার।

বিশাল ফেনিল পদ্মা তরঙ্গ-আকুল
অনন্ত গৌরবময়ী, মোহন অতুল
তব জন্মপল্লী ঘিরে গাহিতেছে গান,
কীর্তিরাজি বক্ষে নিয়ে নিত্য বহমান।
তাহার তরঙ্গস্বুর—অনন্ত কল্লোল
ছন্দে ছন্দে রক্তে তব দিয়েছিল দোল।
বক্ষে তার অতীতের কীর্তিকথা যত
স্বাধীন বঙ্গের বাণী,—দীপ্ত, সমুন্নত

নিশান দাও

রাজ-রাজেশ্বরী মূর্তি বঙ্গজননীর—
বক্ষে তব দিয়েছিল লিখে; উচ্চশির,
বীরত্বের, গৌরবের উজ্জ্বল মোহন
স্বাধীন বঙ্গের তুমি দেখেছ স্বপন।
রাণী পদ্মা, দেবী পদ্মা জননী তোমার
দেখায়েছে অতীতের গৌরব-সম্ভার,
তাহার অতীত মূর্তি : মহাশঙ্খধ্বনি
শুনেছিলে বক্ষে তব, অতুলন গণি'
প্রাণ ভরি' দেখেছিল সে রূপ পদ্মার,
দেখেছিলে সুপ্ত আজো বক্ষ মাঝে তার
মহীয়সী রাজেশ্বরী ; উত্তাল কল্লোলে
আজো সে গৌরব-স্বপ্ন বক্ষে তার দোলে।
তুমি তার শুনেছিলে উদার আহ্বান,
তুমি তার গেয়েছিলে গৌরবের গান,
অসহন দীপ্তি তার অতুলন জ্যোতি,
বিপুল মহিমময়ী অপূর্ব মূরতি
করেছিল তোমারে পাগল। নিজ প্রাণ
তাই তার মুক্তি তরে করিয়াছ দান।

শোনো নাই নিন্দাগ্লানি, মানোনি শাসন
তুচ্ছ করে' চলিয়াছ আশঙ্কা-বারণ
অটল গৌরব-ভরে ; জীবনের মায়া,
সম্পদের মোহমন্ত্র—যেন নৈশ ছায়া
বক্ষের তপনতাপে দূর হ'ল সব,
রহিল অজেয় বীর্য, অনন্ত গৌরব।

নিশান নাও

বুদ্ধের, গান্ধির দেশ এ ভারতভূমি,
এদেশের পুত্র, তাই শিখেছিলে তুমি
সাদরে বরিতে দৈন্যে। মোহন পরশ
লভেছিলে পরশ-মণির ! নিরলস
পূজিয়াছ মায়ে। তেয়াগিয়া বিত্তধন
অর্পিয়াছ মাতৃপদে সর্বপ্রাণমন।

দেখিয়াছি—পদ্মার বক্ষের উদারতা
তোমার বিশাল বক্ষে ; তার কীর্তিকথা
স্বাধীন দেশের স্বপ্ন নয়নে তোমার
দিয়েছিল লিখে। অতীতের দ্বার
উন্মোচিয়া দেখেছিলে ভারত-মায়ের
সত্যকার রূপ। দেখেছিলে অশোকের
একচ্ছত্র ধর্মরাজ্য, মারাঠার বীর
দৃঢ়ব্রত কর্মিবর রাজা শিবাজীর
বিরাট কল্পনা। শুনেছিলে, রাজস্থান
বিশ্বে আজো গাহে যেই গৌরবের গান
দেখেছিলে এদেশের রাজ-পতাকায়
ত্যাগের গৈরিক।

বক্ষভরা বেদনায়
কাঁদে আজি সারাবঙ্গ, আঁধার ঘনায়
সারাচিত্ত ঘিরে ; বাদলের অশ্রুজলে
মেঘ-ম্লানিমায়—ভারতের বক্ষতলে
বাজে গাঢ় বেদনার তান।

পদ্মাজলে
তোমার বিচ্ছেদব্যথা আজিকে উথলে।
কে চিনিবে মহীয়সী মূরতি তাহার,
বক্ষোগান কে শুনিবে অশ্রুজলে আর,
কে তারে বাসিবে ভালো? রাণীর মূর্তিতে
বক্ষে তারে সিংহাসনে স্থাপিয়া নিভৃতে
কে পূজিবে অন্তরের লক্ষদীপ জ্বালি'?
কে দিবে সম্পদ্ বিত্ত প্রাণমন ডালি?
মেঘের বেদনা-ছায়া চৌদিকে ঘনায়,
ব্যথাভরা সারাচিত্ত চোখে উথলায়।

অভিনন্দন

(সরোজিনী নাইডু-কে)

হেথা নাই জনসিন্ধু, নগরীর মুখর ভাষণ
হেথা শুধু সুকোমল ছায়াময় সুস্নিগ্ধ কানন।
বনচ্ছায়া বুকে ধরি' বহি' চলে ধীরে জলধারা,
পল্লীর জীবন-স্রোত বয়ে' যায় ধীরে তা'রি পারা।

মধ্যাহ্নে বনের বুকে ফিরে অলি মৃদুগুঞ্জরণে.
পাখীর অস্ফুটধ্বনি মিলাইছে রৌদ্রের স্বপনে।
পল্লীবধূ শ্রান্তদেহে গৃহকোণে বিছায়ে অঞ্চল
লভিছে পবিত্র মধু স্বরগের শান্তি সুশীতল।

নিশান নাও

ফেনায়ে ওঠেনা হেথা লোভের প্রতপ্ত মদধারা
জ্বলেনা দিবসরাত্র অনির্বাণ ক্ষুধার সাহারা,
হেথা শান্তি ঘুমাইছে ছায়াচ্ছন্ন ঘনবনতলে
স্বর্গের অমিয়সুধা রহে সুপ্ত মাতৃবক্ষতলে।

তরুণের জয়যাত্রা সত্য হেথা এই পল্লী-ভূমে ;
প্রভাত-সন্ধ্যার সূর্য আমাদের শিরোপরে চুমে।
মরেনি তারুণ্য হেথা কাষ্ঠে-লৌহে ইষ্টকে প্রস্তরে,
স্বর্গের স্বপনে আছে পল্লী-মা'র শ্যামাঞ্চল ভরে'।

প্রভাতে আহ্বান জাগে শ্যামা বনদেবীর অঙ্গনে
মধুর মঙ্গল-শঙ্খ বাজে নিত্য উদার গগনে।
মোদের কুটীর'পরে সন্ধ্যাবেলা ভাঙা চাঁদখানি
কয়ে' যায় নিতি নিতি স্বরগের অনন্তের বাণী।

ভোরে, সাঁঝে, জ্যো'স্নারাত্রে শান্তিময় বনবীথিতলে
আনন্দ-পরশ এরা লভিতেছে প্রতি পলে পলে।
এদের জীবনধারা বহে মুক্ত নদীর মতন
তারি বুকে পড়ে নিতি স্বরগের তারার কিরণ।

এসো দেবী, মাতৃরূপে তরুর তোরণ-পথে আজি
পল্লীবক্ষে দিকে দিকে সুমঙ্গল গীতি ওঠে বাজি'।
এসো দেবী, সুধা লয়ে' আমাদের কুটীর-অঙ্গনে
মর্ত্ত্যের জীবন যেথা ভরি' আছে স্বর্গের স্বপনে।

হিন্দু

আপন অন্তর-মাঝে ভগবানে চিনেছিল যারা
সত্যসন্ধ, মুক্তবন্ধ ম্লানিহীন দীপ্তসূর্য-পারা,
মুখে চোখে উচ্ছলিত বীরত্বের শত জ্যোতিশিখা,
অম্লান অকুণ্ঠভালে দৈন্যহীন জয়মন্ত্রলিখা,—
কোথা গেল সেই জাতি ?

কোথা সেই তপস্বী ব্রাহ্মণ
দৃষ্টির সম্মুখে যার শিহরিত নিখিল ভুবন ?
কোথা বীর ক্ষত্রজাতি ? কোথা সেই অশ্বমেধ যাগ ?
কোথায় সে ভোগৈশ্বর্য ? কোথায় সে মহা আত্মত্যাগ ?

যাহারা ভুঞ্জিত পৃথ্বী কুণ্ঠাহীন বীরের মতন
ভোগে তবু হারা'তনা অন্তরের ঐশ্বর্য-রতন,
ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষা ল'য়ে মুহূর্তে ছাড়িত রাজ্যপাট,
সত্যের সাক্ষাৎ লভি' জ্ঞানদীপ্ত বিপুল ললাট
শোভিত হিমাদ্রি-চূড়ে তপনের রশ্মিরেখাসম
দেবত্বের উপাসক, পুষ্পশুভ্র অতি মনোরম,
কিন্তু পুনঃ অগ্নিসম ঝলকিত পাপের নিধনে
বীরত্বের দর্পভরে ভীরুতায় চূর্ণিত চরণে—
কোথা তা'রা ?

ক্লীব-সম শুধু আজ ভারতের বুকে
সহস্র শৃঙ্খল-ভারে জর্জরিত দীপ্তিহীন মুখে

নিশান নাও

কলঙ্কের মসীলেপে প্রাণশূন্য কঙ্কালের মত
জন্ম হ'তে মৃত্যু-পানে বোঝা বহি' দৈন্যভারনত
চলিয়াছে বংশধর তা'রি!

নাহি শৌর্য, নাহি জ্ঞান—
নাই সে সাহস শক্তি, নাই সেই উন্মুক্ত পরাণ।
প্রতি পদে সদা শঙ্কা—কোথা যাই? বিঘ্ন বুঝি আসে॥
আচ্ছন্ন মলিন দৃষ্টি, মৃত্যু-স্বপ্ন নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে।
জানেনা হাসিতে কভু প্রাণ খুলে' বিপুল উল্লাসে,
জানেনা আনন্দভরে বিঘ্নেরে বাঁধিতে বাহুপাশে।
কোথায় সুমেরুশিরে রহস্যের চিরন্তন মায়া,
কোথায় কুমেরুবক্ষে দোলে কোন্ ইন্দ্রজালছায়া,
সে স্বপ্ন দেয়না দোলা, দেখেনা সে দূরের স্বপন;
তার তরে বিশ্ব নাই, আছে শুধু ভীত ক্ষুদ্র মন।
সে শিখেছে মুখ বেঁকে' শক্তিমানে করিতে বিদ্রূপ,
সে চিনেছে শুধু তার অন্ধকার নিরাপদ কূপ।

দেশে দেশে নারীদল সন্তরিছে বিঘ্নসিন্ধুবুকে,
শত্রু হেরি' শস্ত্রহাতে ভীরুপালে দাঁড়ায়েছে রুখে,
নয়নে হানিছে বহ্নি;—সে কি শুধু লালসার লতা?
তাহার অন্তর-তলে নাহি কি সে বজ্রের দেবতা?
সে কি নহে মহাশক্তি? নাহি তার আপন ক্ষমতা?
অন্তঃপুর পুণ্য অতি,—বাহিরে কেবল পঙ্কিলতা?
লালসার মন্ত্র দেয় বাহিরের আকাশের আলো?
অনাবিল শুধু এই রুদ্ধগৃহে অন্ধকার কালো?

নিশান নাও

বিদেশের বীর নারী চলে একা হিমানীর দেশে।
আমাদের পুরুষেরা শাস্ত্র হাতে অন্ধকার ঘেঁষে
দাঁড়ায়েছে সন্তর্পণে ; নারী কাঁদে অত্যাচার-ভয়ে ;
ভৎর্সনা-নিষেধ-বাণী মনে তার পুঞ্জ পুঞ্জ হ'য়ে
চিরশঙ্কারূপে আজ বাঁধিয়াছে বাসা। শক্তি নাই,
মুহুর্মুহু হিয়া কাঁপে, মূর্চ্ছাহতা ক্ষণে ক্ষণে তাই।
পুরুষ সরিছে দূরে একাকিনী ফেলিয়া সতীরে
শত্রু গেলে আসি পুনঃ সতীধর্ম গাহিছে গম্ভীরে।
বলিছে, অন্যের স্পৃষ্টা নারীতরে চিররুদ্ধ দ্বার।
—বাহিরে নারীর রক্ত অশ্রুধারে ঝরে অনিবার।

শাস্ত্র কি জানেনা কভু, প্রেতমূর্তি হেরিয়া তাহার
অর্পিছে তাহারি পায়ে যতকিছু পুষ্প-অর্ঘ্যভার।
আপনি কামুকচিত্ত গাহে মিথ্যা সতীত্বের গান,
জানিয়াছে অন্ধকার ; নাহি জানে আত্মার সম্মান।
—জানেনা সে স্বর্গলোভে আসিয়াছে নরকের দ্বারে ;
সর্বচিত্ত জর্জরিত পঙ্কলিপ্ত মূর্খতার ভারে।
কেমনে চিনিবে জ্যোতি, দেখিবে সে বিরাটের রূপ?
শুধু তীব্র ব্যঙ্গভরা জীবনের এই ধ্বংসস্তূপ।

রুদ্রের আহ্বান

এসো গো রুদ্র, অগ্নিঝলকে এসো
হেসো গো ভীষণ প্রলয় বজ্রে হেসো
বিশ্ব যখন কাঁদে অম্বরতলে
ধরণী ভরিয়া ধ্বংস-অনল জ্বলে,
ঘূর্ণীনৃত্যে গ্রহ-তারকার নাহি রহে উদ্দেশ-ও
অম্বর-পথে অগ্নির রথে ভীমগর্জনে এসো।

বজ্রবিজলী ঝঞ্ঝার হুঙ্কারে
ধ্বংসের দিনে গহন অন্ধকারে
এসো তুমি ওগো দুর্জয় বেগে
ঈশানে ভীষণ পিঙ্গল মেঘে
তাণ্ডবে ঘোর ঊর্মি-আকুল উচ্ছল পারাবারে,
এসো ভৈরব রক্তনয়নে ঝঞ্ঝার হুঙ্কারে।

দুর্বলপ্রাণ আঘাতে চূর্ণ করি'
বন্যার বেগে বিরাট বক্ষ ভরি'
এসো গো ক্রুদ্ধ শ্মশানেশ্বর,
শ্মশানভস্মে নর্তন-পর
অম্বরপথে ডমরু বাজায়ে হস্তে ত্রিশূল ধরি'
এসো এসো তুমি দুর্বলপ্রাণ আঘাতে চূর্ণ করি'

নিশান নাও

এসো ধূর্জটী, মেঘজটাজূট উড়ায়ে
উন্মাদবেগে ক্ষুদ্র বিশ্ব গুঁড়ায়ে
অম্বরলেহী মহাপর্বতে
এসো গো রক্তপিচ্ছলপথে,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে শৃঙ্গিপৃষ্ঠে ভ্রূভঙ্গে সব পুড়ায়ে
তাণ্ডবে নাচি, এসো গো ভীষণ মেঘজটাজূট উড়ায়ে

ধ্বংসের দেব, ভীম প্রলয়ঙ্কর
বহ্নিনয়নে এসো এসো শঙ্কর,
চরণ আঘাতে ভূকম্প নিয়া
কম্প্রবক্ষে ত্রিশূল হানিয়া
অগ্নি ছুটায়ে উদ্দাম বেশে আনো গো ভীষণ ঝড়
—উচ্ছৃঙ্খল কেশজাল মেলি' এসো প্রলয়ঙ্কর।

আদিম মানবপ্রাণ

পাহাড়িয়া পথ ছায়া-সুগহন
গহন-তিমির রাতি,
পাহাড়ীর দল উৎসব-দিনে
করিতেছে মাতামাতি।
বাজায়ে মাদল, কাঁসি ঢাকঢোল
আকাশ কাঁপায়ে তুলিয়াছে রোল,
পাগল বাতাস দিয়ে যায় দোল,
সারা বন ওঠে মাতি'।
দপ্‌দপ্‌ করে' বন ঘিরে ঘিরে
জ্বলিছে মশাল-বাতি।

অন্ধকারের ছায়ায় ছায়ায়
মত্ত নৃত্য-তালে
বাজিছে বাদ্য বধির করিয়া
ঢাক ঢোল করতালে।
সুরার নেশায় ঘন-রাঙা আঁখি
কালোকালো দেহ করে হাঁকাহাঁকি
মাত্‌লামী করে সারা নিশি জাগি'
দলে দলে সাঁওতালে।
একটি তারকা নাহি জ্বলে আজি
কৃষ্ণা রাত্রি ভালে।

নিশান দাও

ইহাদের মাঝে রয়েছে সুপ্ত
আদিম মানব-প্রাণ,
পাহাড়িয়াদের উৎসবে জাগে
আদি-মানবের গান।
ইহারা ভ্রমিত চিরচঞ্চল
বাঁধিতনা ঘর, জানিতনা ছল,
ফিরিত ঘুরিত মিলি' দলে দল
হস্তে ধনুর্বাণ
পাহাড় ভাঙিত, পাথর ছুঁড়িত
অসীম শক্তিমান।

ধুসর মরুর ঊষর ভূমিতে
ছুটিত বর্শা হাতে
ভীম বিক্রমে যুদ্ধ করিত
সিংহ-বাঘের সাথে।
দুরন্ত শীতে নগ্ন শরীর
পাহাড়ের দেশ, সাগরের তীর
ফিরিত ঘুরিত চপল অধীর—
অশান্ত দিনে রাতে
বনে জঙ্গলে গুহায় থাকিত
সিংহ-সাপের সাথে।

আজি হাহা করে ক্ষুব্ধ পবন
মথিছে নিবিড় বন,
কালো রাত্রির বুক ভেদি' ওঠে
ঝঞ্ঝার গরজন।

নিশান নাও

কাতরে কাঁদিছে নিবিড় তিমির,
কেঁপে ওঠে বুক ধরা-জননীর,
অন্ধকারের প্লাবিয়া ভূ-তীর
উছলিছে ক্রন্দন।
চমকিয়া জাগে বিশ্ব-মানব
বিস্ময়ে নিমগন।

তারি মাঝে আজি আদি-উৎসব
কৃষ্ণারাত্রি ভরি'
বহুদূর—এ যে বহুদূর পথ
এসেছে কালের তরী!—
তারি মাঝে আজ অতীতের স্মৃতি,
অতীতের হাসি, অতীতের গীতি,
ফিরিছে ঘিরিয়া ঘন-বন-বীথি
সুরে সুরে সঞ্চরি'
কি বেদনা জাগে ক্ষুব্ধ পবনে
তরুদলে মর্মরি'।

সেদিন দুর্যোগ-ঊষা

সেদিন দুর্যোগ-ঊষা, মুক্তিমন্ত্র ক'টি কণ্ঠে জাগে,
ক'টি প্রাণ মিলিয়াছে একপ্রান্তে পতাকা-উৎসবে,
আকাশে ত্বরিত মেঘ বিদ্যুৎ ভ্রূকুটি হেনে যায়,
তিমিরমূর্ছিত পথ, কাঁপে ধরা বজ্রবায়ুরবে।

ঝর ঝর বারিধারা, আকাশ ঝুরিছে অবিরল,
পতাকা উড়িছে ঊর্ধ্বে, নগরী শঙ্কায় মুহ্যমান,
দু'টি নেত্র ধ্যানমগ্ন, বুঝি কোন্ মেঘান্তর পারে,
হেরিছে অরুণদ্যুতি, মেঘজয়ী আলোক-নিশান।

অভিবাদন

চৈত্র রজনী অবসান হ'লো,
রাত্রিশেষ।
এখনো কি চোখে
তন্দ্রাবেশ ?
ক্লান্ত পথিক, চোখ মুছে ফেলো,
রেখোনা নয়নে ঘুমের লেশ।
হেরো দিগন্তে ঊষার আভাস,
রাত্রি শেষ।

নিশান নাও

তিমির-তোরণ চূর্ণিয়া ওই
আসে তপন,
জাগে ধরিত্রী,
ভাঙে স্বপন।
রশ্মিতুরগ চরণে চরণে
হানে স্ফুলিঙ্গ, কাঁপে গগন,
সুরনরলোক উদ্ভাসি' ওই
আসে তপন।

ওঠো ওঠো জাগো, ধরো গান, চলো
যাত্রীদল।
হের প্রদীপ্ত
গগন তল।
বিঘ্নবিপদ্ পায়ে দলি' যাও
বক্ষে জাগুক্ পণ অটল।
বর্ষ প্রভাত! উড়াও নিশান
যাত্রীদল।

বর্ষ প্রভাত! করো পতাকায়
অভিবাদন।
মুক্তিমন্ত্র
করো সাধন।
চলো দলে দল দৃঢ় অবিচল
প্রতিজ্ঞা—ব্রত-উদ্‌যাপন।
এসো বীর-দল, করো পতাকায়
অভিবাদন।

ঝাঁসি

১

একপ্রান্তে পুরাণা শহর,
লক্ষ্মীবাঈয়ের দুর্গ,
সুরক্ষিত পুরী,
দ্বাদশ দরোয়াজা।

২

অপরপ্রান্তে রেল-ষ্টেশন,
বাগান ঘেরা বাংলো,
পিচের রাস্তা,
আধুনিকতার জৌলুষ।

৩

ওদিকে সেনাশিবির,
পথ দিয়ে চলেছে বড় বড় মোটর লরি
দুধারে পাথর বিছানো মাঠ,
কাঁটাওয়ালা বাবলা গাছ।

৪

শরতের নীল আকাশ
পূজার আভা সকালের আলোয়,
টাঙায় চড়ে' গেলাম শহরে।

৫

উঁচুনীচু সরু রাস্তা,
ঘিঞ্জি বসতি।
পৌঁছলাম পূজাবাড়িতে।
লালনীল জামা পরা
ছেলে মেয়ের দল,
প্রতিমার পানে মুগ্ধদৃষ্টি।

৬

যুবকদল অভিনয়ের আয়োজনে ব্যস্ত,
টাঙাচ্ছে সীন,
আনছে বারানসীশাড়ি, মখমলের জামা,
মুখস্থ করছে পার্ট।

৭

ফিরলাম পূজা দেখে।
সেঁইয়ার দরোয়াজা পার হ'লাম।
পিছনে রইলো ধুলাবালি, কঙ্করময় পথ,
আর একধারে বিরাট দুর্গ
জাতির অতীত গৌরবের সাক্ষী।

৮

পার হ'লাম পুরাণা শহর।
অমনি মনে হ'ল,
এই সংকীর্ণ গলির আশে পাশে,
এই পুরাতন বসতি অঞ্চলে
মিশেছে জাতির প্রাণের চিহ্ন,
ঘুমিয়ে আছে প্রাচীন ইতিহাস।

৯

বণিক্ সভ্যতার গড়া নূতন পল্লী,
প্রকাণ্ড ষ্টেশন,
সুসজ্জিত বাংলো,
পদধ্বনিচঞ্চল সেনাশিবির,
হোক্ তা সুন্দর, হোক্ তা উজ্জ্বল,
তার সাথে আমাদের প্রাণের যোগ নেই।

বাপুজী

হিংসার সমুদ্র'পরে শান্তিময় প্রভাত-তপন,
তোমার পবিত্র আত্মা উজলিল মৃত্যুর আকাশ,
জ্যোতির্মালা জ্বলে জলে, উদ্ভাসিত নিখিল ভুবন,
তোমার অমৃতবিভা মর্ত্যে আনে স্বরগ-আভাস।

কত দ্বেষ, কত নিন্দা, কত হীন সন্দেহ সংশয়
তোমার নির্মল হাস্য প্রতিদিন গেছে তুচ্ছ করি,'
আপন হৃদয়-বলে সর্ব বাধা করিয়াছ জয়
স্থিরলক্ষ্য চলিয়াছ আপন আদর্শ অনুসরি'।

ক্ষণস্থায়ী বর্তমান, ফেনসম প্রবৃত্তি-সংক্ষোভ,
আমরা তাহারি দাস, মিথ্যা মায়ামুগ্ধ অনুক্ষণ,
শক্তিহীন নিষ্ঠাহীন আমাদের মূঢ় শক্তিলোভ
ভীরুতার পদতলে পূজা-অর্ঘ্য করিছে অর্পণ।

অস্ত্রহীন মহাবীর, অস্ত্ররাজি তব পদতলে
সম্ভ্রমে লুটায়ে পড়ে, মহাযুদ্ধে চিররণজয়ী,
দেখায়েছ শ্রেষ্ঠ অস্ত্র প্রতিজন-পায় মনোবলে
উদ্যত অসির মাঝে চলিয়াছ প্রেমবার্তা বহি'।

নিশান নাও

বিদেশীর ষড়যন্ত্র, উনমত্ত হত্যা আয়োজন
উপেক্ষিয়া চলিয়াছ স্মিতমুখে দক্ষিণাফ্রিকায়,
সহিয়াছ কারাবাস, গুরু দুঃখ করেছ বরণ,
দৃঢ়পদে চলিয়াছ আপন কঠোর সাধনায়।

মানুষ 'মানুষ' হোক, জীবনের একটি কামনা,
অগ্নিদগ্ধ নোয়াখালি তাই তব হ'ল তীর্থভূমি,
ভয়াকুল দেশবাসী রুদ্ধগৃহে করেছে জল্পনা,
আত্মজন ক'টি নিয়ে শূন্য হস্তে ছুটে গেছ তুমি।

মনোবল হ'ল জয়ী। তবু শুনি কত নিন্দাবাদ,
আরাম-কেদারাশায়ী তরুণের বীরত্বাভিনয়,
যাহাদের নেতা তুমি, তারা ধরে শত অপরাধ,
বিশৃঙ্খল লক্ষ্যহারা দেশের শক্তির অপচয়।
তুমি নাকি ধনিবন্ধু! দূর দেশে কৃষিব্রত ল'য়ে
দীনজন সঙ্গে তুমি রচিলে আদর্শ পরিবার;
সংঘ-জীবনের বাণী—বাণী নয় মূর্ত সত্য হয়ে
উঠেছে সেদিন হ'তে সুদীর্ঘ এ জীবনে তোমার।

আজিকার অপমৃত্যু আকস্মিক কুজ্ঝটিকাজাল
অকালে ঘনায়ে এলো,—(অশ্রু বাষ্পে আঁধার নয়ন)-
ছিন্ন হবে, ছিন্ন হবে,—ব্যাপ্ত করি' সর্ব দেশকাল
তোমার মহিমাদীপ্তি উদ্ভাসিবে জীবন-মরণ।

শেষ যাত্রা

সে কি গেছে চলি'?
লক্ষ লক্ষ নরনারী কার তরে বাঁধিয়া অঞ্জলি
দাঁড়াইয়া তীরে তীরে ব্রহ্মপুত্র গঙ্গা যমুনার?
অসংখ্য নয়ন 'পরে জ্যোতির্ময় মূর্তি জাগে কার
—প্রিয়তম কোন্ দেবতার?

তাঁরি শান্ত হাসি
করুণা-অমিয়-ধারা—নদী-জলে চলে যেন ভাসি'
দূরের ইঙ্গিত বহি'। মেঘমুক্ত উজ্জ্বল তপন
তাঁহারি অমৃতদীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে করায় স্মরণ
—স্পর্শে তাঁর মরেছে মরণ॥

এই ধূলি 'পরে
তাঁহার চরণচিহ্ন ফুল হয়ে ফোটে থরে থরে॥
স্মিতনীল অন্তরীক্ষ হ'তে তাঁর দৃষ্টি অচপল
চেয়ে আছে ধরা পানে অনুরাগ-স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল
সুপবিত্র শান্ত নিরমল।

অমর মূরতি
হৃদয়ে হৃদয়ে জাগে, সেথা তাঁর নিত্য দীপারতি।
তাঁহার ললাটে জ্বলে আত্মার অম্লান জয়টীকা,
সংশয়তিমিরচ্ছেদী নিশান্তের বহ্নিবর্ণে লিখা
বিশ্বাসের ধ্রুবজ্যোতিশিখা।

মুক্তি পূজারী

মুক্তিপূজারী, লক্ষ্য তোমার অনেক দূর
হের দিগন্তে তারকা জ্বলে
স্বপন-নীলিম আকাশতলে।
থেমোনা এখনি, ধরো আরবার চলার সুর,
ডেকে লও নব যাত্রীদলে।

অধীনতা-পাশ ছিন্ন হয়েছে; কই স্বরাজ?
কই নবযুগ, নূতন প্রাণ,
কণ্ঠে কণ্ঠে প্রভাতী গান?
দৈন্য হতাশা অতীতেরই মত হেরি যে আজ
বিঘ্ন হতে কে করিবে ত্রাণ?

নিশান নাও

দিকে দিকে ঘোর ঘন দুর্যোগ মেঘ ঘনায়
কাঁপে ধরিত্রী ভ্রূকুটি তলে
বিদ্যুৎ শিখা চকিতে জ্বলে।
কুটিল হিংসা নিবিড় তিমির পৃথিবী ছায়
কোটি নরমেধযজ্ঞ চলে।

আনো আনো তব শঙ্কাহরণ মাভৈঃ বাণী
দাঁড়াও সত্য করিয়া পণ,
দুর্গম পথে ফেল চরণ
অসহায় যারা, লও তাহাদের বক্ষে টানি'
টুটুক অন্ধ মোহাবরণ।

হৃদয়ে হৃদয়ে হৃদয়রাজের সিংহাসন
হোক্ সেথা তাঁর অধিষ্ঠান
লভুক মানব নূতন প্রাণ।
সত্যনিষ্ঠ স্বপ্রতিষ্ঠ হোক্ জীবন
ঘুচুক দাস্য-অসম্মান।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আর একখানি কাব্যগ্রন্থ

নিশান নাও—মূল্য ১৸০

"গৃহে গৃহে আজ দীপমালা জ্বালো
নিশান উড়াও,
হাঁক দিয়ে বলো
'মুক্তি চাই! মুক্তি চাই!
মুক্তি ভিন্ন লক্ষ্য নাই!"

যে সব কবিতা দৈনিক 'আনন্দবাজার', সাপ্তাহিক 'সারথি,' সাপ্তাহিক 'স্বাধীনতা,' সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি,' মাসিক 'মন্দিরা' প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত হয়ে স্বদেশী যুগে উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল, সেইগুলির একত্র সংগ্রহ। ঘরে ঘরে রাখবার মত বই।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের আর একখানি কাব্যগ্রন্থ

কুটীরের গান—মূল্য ১৷৷০

এই বইয়েরই কবিতা 'রাত ভিখারী' রবীন্দ্রনাথকৃত কবিতা-সংকলন "বাংলা কাব্য পরিচয়ে" স্থান পেয়েছে।

মোহিতলাল :—"এই কয়টি কবিতা আমার ভাল লেগেছে—'মহাকাল,' 'বেহুলা,' 'আজ শরতে,' 'গাঁয়ের স্বপনে ভুলি।' ** 'আজ শরতে' কবিতাটি সব চেয়ে ভাল লাগল। ** 'মহাকাল' কবিতাটিতে ভাষা ও ছন্দের সংযম, শালীনতা এবং গাঢ় গাম্ভীর্য্য ফুটেছে।"

দীনেশচন্দ্র সেন :—"বাংলার পল্লীশ্রীর মত মনোরম এই কবিতা-গুলি।"

'দেশ' :—"ধীরেন্দ্র বাবুর কবিতার শান্ত স্নিগ্ধ অনাড়ম্বর এবং অনাবিল সৌন্দর্য্য পাঠকের চিত্তকে আপ্লুত করিয়া একটা অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ দান করে এবং কবিত্ব-প্রতিভার নিবিড় স্পর্শে যে স্বপ্নগুলি জাগিয়া উঠে, তাহাতে কঠোর বাস্তব হইতে মানুষের চিত্ত কল্পলোকের কোন ঊর্দ্ধস্তরে উন্নীত হয়,—কবিত্বের সার্থকতা এই খানেই।"

'আনন্দ বাজার' :—"এইগুলির মধ্যে সুকুমার কাব্য, অতি নরম মাধুর্য্য, মধুর শব্দ ঝঙ্কার এবং স্বচ্ছ ছন্দের গতি রহিয়াছে ; রসিকজন এই 'কুটীরের গানে' তৃপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই "

'প্রবাসী' :—"তাঁহার মনে পল্লীস্মৃতি যে শান্ত স্নিগ্ধ মায়া-মধুর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, কবিতাগুলির মধ্যে সেই রূপটি প্রকাশের জন্য উন্মুখ হইয়াছে। "স্বপ্নাকুল দুই নেত্র, হৃদয় অধীর। রণিয়া রণিয়া বাজে সুদূর মঞ্জীর॥" শব্দ ও ছন্দ এমনি একটি স্বপ্নময় ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া চলিয়াছে।"

Advance (Aug. 26, 1934):—"The command over verse, the trick of happy phrasing, the general polish, and above all, the very clearness of the picture conjured, point to years of training and maturity of imagination."